



107166 - গণতন্ত্র ও নির্বাচনে হুকুম এবং গণতন্ত্রকি প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করা

প্রশ্ন

গণতন্ত্রে হুকুম কি? পার্লামেন্টে গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ কিংবা গণতন্ত্রকি সরকারে অন্যকোন দায়িত্ব গ্রহণ করার হুকুম কি? গণতন্ত্রকি পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তিকে ভোট দয়া ও নির্বাচতি করার হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

গণতন্ত্র একটি মানব রচতি মতবাদ। এর মান- জনগণ নিজহে নিজকে শাসন করা। তাই এটি ইসলাম বরিতোধী মতবাদ। শাসনের অধিকার সুউচ্চ ও সুমহান আল্লাহর অধিকার। কোন মানুষকে আইন প্রণয়ন করার অধিকার দয়া জায়যে নহে; সে মানুষ যহে হোক না কনে।

‘মাওসুআতুল আদইয়ান ওয়াল মাযাহবে আল-মুআসরো’ গ্রন্থে (২/১০৬৬, ১০৬৭) এসছে: “কোন সন্দহে নহে গণতন্ত্রকি শাসনব্যবস্থা আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর প্রতিনিতি শিকার কিংবা আইন প্রণয়নের অধিকারের ক্ষেত্রে নব্য শরিকের একটি রূপ। এ পদ্ধতিতে মহামহমি স্রষ্টার কর্তৃত্বকে বাতলি করে দয়া হয়; অথচ আইন প্রণয়নের একচ্ছত্র অধিকার হচ্ছ- স্রষ্টার; কিন্তু সে অধিকার তাঁর থেকে ছনিয়ে মাখলুককে প্রদান করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে নছিক কতগুলো নামের (প্রতমির) ইবাদত করছ, যো নামগুলো তোমাদের পূর্বপুরুষগণ ও তোমরা রখেছে; এর পক্ষে কোন প্রমাণ আল্লাহ অবতীরণ করনেনি। বধিান দেওয়ার অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহর। তিনি নিরিশে দয়িছনে শুধুতাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে। এটাই শাশ্বত ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “বধিান দেওয়ার অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহর।” [সূরা আনআম, আয়াত: ৫৭] এ বিষয়ে বধিদ আলোচনা 98134 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লখে করা হয়ছে।

দুই:

যে ব্যক্তি গণতন্ত্রকি সরকার পদ্ধতির প্রকৃত অবস্থা জানে, ইসলামে গণতন্ত্রে হুকুম কিস্টো জানে, তারপরও এ পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দয়িে নিজকে কিংবা অন্য কাউকে নির্বাচতি করে সে ব্যক্তি ভয়াবহ শংকার মধ্যে আছ। কারণ ইতপূর্বহে উল্লখে করা হয়ছে যে, গণতন্ত্রকি পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বরিতোধী।



তবে যে ব্যক্তি এ পদ্ধতির অধীনে নিজেকে কথিবা অন্য কাউকে এ জন্য নরিবাচতি করে যাতে করে এ আইনসভাতে ঢুকে এর বরিোধতি করা যায়, এ পদ্ধতির বপিক্ষে দললি প্রমাণ উপস্থাপন করা যায়, সাধ্যানুযায়ী অকল্যাণ ও দুর্নীতিরোধ করা যায় এবং যনে গোটো ময়দান দুর্নীতিবিাজ ও নাস্তকিদরে হাতে চলো না যায়, যারা জমনিে দুর্নীতি ছড়িয়ে দিয়ে, মানুষরে দ্বীন ও দুনিয়ার সমূহ কল্যাণ নস্যাত করে দিয়ে— তবে এ ক্ষত্রে সন্ভাব্য কল্যাণরে দকি ববিচেনা করে ইজতহিদ করার তথা ববিকে-ববিচেনা অনুযায়ী সদিধান্ত নয়োর সুযোগ রয়েছে।

বরং কোন কোন আলমে মনে করনে, এ ধরনরে নরিবাচনে অংশ গ্রহণ করা ফরজ।

শাইখ মুহাম্মদ বনি উছাইমীনকে নরিবাচনে অংশ নয়োর হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হলে তিনি জবাবে বলনে: আম্মিনে করি এ নরিবাচনগুলোতে অংশ নয়ো ফরজ। আমরা যাকে ভাল মনে করি তাকে সহযোগতি করা ফরজ। কারণ ভাল লোকরো যদি চলিমেকে তাহলে এ স্থানগুলো কে দখল করবে? খারাপ লোকরোই দখল করবে কথিবা এমন লোকরো দখল করবে যাদরে কাছে না আছে ভাল; না আছে খারাপ; যারা সুবধিবাদী। তাই আমাদের উচিত যাকে যোগ্য মনে করি তাকে নরিবাচতি করা।

যদি কেউ বলনে: আমরা যাকে নরিবাচতি করলাম আইনসভার অধিকাংশ সদস্য তার বপিক্ষে।

আমরা জবাবে বলব: কোন অসুবধি নহে। এই একজনরে মধ্যে আল্লাহ বরকত দতিে পারনে। তিনি যদি আইনসভার সামনে হক কথা বলতে পারনে তাহলে অবশ্যই এর প্রভাব থাকবে, প্রভাব থাকতই হবে। তবে যে ক্ষত্রে আমাদের কসুর হয় সটো হচ্চে- আল্লাহর সাথে বশ্বিস্ত হওয়া। আমরা শুধু বশ্বয়কি বশ্বয়রে উপর নরিভর করি; আল্লাহর বাণী... এর দকিে তাকাই না। সুতরাং আপন যাকে ভাল মনে করনে তাকে নরিবাচতি করুন; এরপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন। [লকিাতুল বাব আল-মাফতুহ থেকে সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

ফতোয়া বশ্বয়ক স্থায়ী কমটির আলমেগণকে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিলি:

নরিবাচনে কাউকে মনোনয়ন দয়ো ও ভোট দয়ো জায়যে আছে কি? উল্লেখ্য, আমাদের দেশরে শাসনব্যবস্থা আল্লাহর নাযলিক্ত আইনে নয়।

জবাবে তাঁরা বলনে:

যে সরকার আল্লাহর নাযলিক্ত আইন দিয়ে শাসন করে না, শরিয়ী আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরচালনা করে না কোন মুসলমানরে জন্য সে সরকারে যোগ দয়োর প্রত্যাশায় নিজেকে মনোনীত করা জায়যে নয়। তাই এ সরকাররে সাথে কাজ করার জন্য কোন মুসলমানরে নিজেকে কথিবা অন্য কাউকে নরিবাচতি করা জায়যে নহে। তবে কোন মুসলমান যদি এ উদ্দেশ্য নিয়ে নরিবাচনে প্রার্থী হয় কথিবা অন্যকে নরিবাচতি করে যে, এর মাধ্যমে এ শাসনব্যবস্থা পরবির্তন করে ইসলামী শরিয়ীভিত্তিক



শাসনব্যবস্থা কায়মে করবো, নর্বিাচনে অংশ গ্রহণকো তারা বর্তমান শাসনব্যবস্থার উপর আধিপত্যবিস্তার করার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে সটো জায়যে। তবে, সো ক্ষেত্রেও যো ব্যক্তি প্রার্থী হবনে তিনি এমন কোন পদ গ্রহণ করতে পারবনে না যা ইসলামী শরয়ীর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষকি।

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ গুদইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ কুয়ুদ।[স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্র থেকে সংকলতি (২৩/৪০৬, ৪০৭)]

স্থায়ী কমটিকি আরও জিজ্ঞেসে করা হয় যো,

আপনারা জাননে, আমাদরে আলজরেয়ীতে “আইনসভার নর্বিাচন” অনুষ্ঠতি হয়। কছি কছি দল আছে যারা ইসলামী হুকুমত কায়মেরে দকি আহ্বান করে। আর কছি কছি দল আছে যারা ইসলামী হুকুমত চায় না। এখন যো ব্যক্তি এমন কাউকে ভোট দিয়ে যো প্রার্থী ইসলামী হুকুম চায় না সো ব্যক্তরি হুকুম কহিবে; তবে এ ব্যক্তি নামায আদায় করে?

জবাবে তাঁরা বলনে: যো সব দেশে ইসলামী শরয়ীভিত্তিকি শাসনব্যবস্থা চালু নাই সসেব দেশেরে মুসলমানদেরে উপর ফরজ ইসলামী হুকুমত ফরিয়িে আনার জন্য তাদরে সর্বোচ্চ চেষ্টা নয়ি়োজতি করা এবং যো দল ইসলামী হুকুমত বাস্তবায়ন করবো বলে তারা ধরনা করনে সো দলকে একজটোটে সবাই মলিে সহযোগতি করা। পক্ষান্তরে, যো দল ইসলামী শরয়ী বাস্তবায়ন না করার প্রতি আহ্বান জানায় সো দলকে সহযোগতি করা নাজায়যে। বরং এ ধরনের সহযোগতি ব্যক্তকিে কুফরেরে দকিে ধাবতি করে। দললি হচ্ছো আল্লাহর বাণী: “আর আমি আদশে করছযি, আপনি তাদরে মাঝে আল্লাহ যা নাযলি করছনে তদনুযায়ী বধিান দনি; তাদরে প্রবৃত্তরি অনুসরণ করবনে না এবং তাদরে ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, যাতো করে আল্লাহ আপনার প্রতি যা নাযলি করছনে তারা এর কোন কছি হতো আপনাকে বচিযুত করতে না পারে। অতঃপর যদি তারা মুখ ফরিয়িে নয়ে, তবে জনে রাখুন, আল্লাহ তাদরেকে তাদরে কছি পাপরে শাস্তি দতিে চান। নশ্চয় মানুষরে মধ্যে অনকেইে ফাসকে। তারা কি জাহলেয়ীতরে বধিান কামনা করে? যারা (আল্লাহর প্রতি) একীন রাখে তাদরে কাছে আল্লাহর চয়ে উত্তম বধিানদাতা কে?”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৪৯-৫০] এ কারণে যারা ইসলামী শরয়ী অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরচালনা করে না আল্লাহ তাদরেকে কাফরে হিসেবে উল্লেখে করছনে। তাদরে সাথে সহযোগতি করা থেকে, তাদরেকে মতির হিসেবে গ্রহণ করা থেকে সাবধান করছনে। যদি মুমনিগণ প্রকৃত ঈমানদার হয় তাদরেকে তাকওয়া অবলম্বন করার নর্দশে দয়িছনে। তিনি বলনে: “হো মুমনিগণ, আহলে কতিবদেরে মধ্য থেকে যারা তদোমাদেরে ধর্মকে উপহাস ও খলো মনে করতোদেরকে এবং অন্য কাফরেকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।” [সূরা মায়দো, আয়াত: ৫৭]

আল্লাহই তাওফকিদাতা, আমাদরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষতি হোক।

গবষণো ও ফতোয়া বধিয়ক স্থায়ী কমটি



শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ গুদইয়ান

[স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (১/৩৭৩) থেকে সমাপ্ত]